দৈনিক খবর

তারিখ 20 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সিলেটে দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া

● খায়রুল আমীন মঞ্জু ●

সিলেটঃ শহরের কাজীর বাজারস্থ জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া দ্বীনী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসাটি বর্তমানে সাড়ে চারশ' গরীব মেধাবী এতিম ছাত্র লেখাপড়া করছে। এখানে পড়তে ইচ্ছুক অনেক মেধাবী ছাত্র প্রতিবছর আর্থিক সংকট ও স্থানাভাবে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেহয়।

'৭৪ সনের ৫ই জুন সুরমা নদীর তীরে কাজীর বাজার জামে মসজিদ সংলগ্ন তিন শতক ভূমির উপর মাত্র ৭ জন ছাত্র ও ১ জন শিক্ষক নিয়ে মাদ্রাসাটি প্রথম চালু হয়। সুদক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত এ মাদ্রাসায় এখন প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা থেকে শুরু করে বাংলা ও ইংরেজী এবং আরবী শিক্ষা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার ফলে এ মাদ্রাসা দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় পরিণত হয় এর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদ্রাসায় দেখা দেয় স্থান সংকুলানের সমস্যা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে পৌছায় যেখানে অনেক ছাত্র–শিক্ষককে মাদ্রাসার বারান্দায়ও থাকতে হয়েছে। '৭৯ সনের ৫ই ডিসেম্বর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান সিলেটে এলে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল দেশের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা হাবিবুর রহমান ও মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে এই সংকটের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে তদানীন্তন পৌর চেয়ারম্যান স্থানীয় প্রশাসনকে জরুরীভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে পরবর্তীকালে কাজীর বাজার সুইপার কলোনী সরিয়ে এখানকার ১ একর জমি ৩রা ডিসেম্বর '৮২ সনে মাদ্রাসার নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

এ মাদ্রাসায় হাফেজী বিভাগ এবং প্রাইমারী পর্যায়ে থেকে শুরু করে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ মাধ্যম 'দওরায়ে হাদীস' বা টাইটেল শিক্ষা চালু রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, অংক, বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হয়। যাতে করে এখান থেকে বের হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থী যে কোন ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ছাত্র শিক্ষকদের বাসস্থান, খাওয়ার ব্যবস্থা বইপত্রসহ সবই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। ছাত্রদের কাছ থেকে কোন ধরনের টিউশনি ফি নেয়া হয় না। উপরন্তু গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, বস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করা হয়। প্রতি মাসে মাদাসা পরিচালনায় প্রায় দু'লাখ টাকা ব্যয় হয় যার যোগান দেয়া হয় প্রতিবছর দানকৃত কোরবাণীর পশুর চামড়া বিক্রি করে এবং যাকাত নিয়ে। মাদ্রাসার দেনার পরিমাণ প্রায় ১৪ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বর্তমানে ১টি অত্যাধুনিক ডিজাইনের চারতলা মসজিদের কাজ চলছে। দ্বিতল সম্পন্ন করতেই এই ২২ লাখ টাকার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই এক তলার কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। এতে প্রায় ১২ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ছাত্রাবাসের সংকটে ছাত্র–শিক্ষকদের নিদারুণ দুঃখ–কষ্ট সইতে হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে

শহরে এক খন্ড ভূমির প্রয়োজন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলানা হাবিবুর রহমান সরকার ও বিত্তশালীদের এতে সহায়তা ও সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন।

প্রতিবছর এ মাদ্রাসা থেকে অর্ধশত টাইটেল পাসধারী আলেম ও ১৫ থেকে বিশ জন হাফেজী শিক্ষাসম্পন্ন করে বের হচ্ছেন। দর্জি বিজ্ঞান ও বিদ্যুৎ কাজে প্রশিক্ষণ দিয় ছাত্রদের স্বাবলম্বী হতে এ মাদ্রাসা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলানা হাবিবুর রহমান '৭৩ সনে ঢাকা বোর্ডের অধীনে 'ফাসিল মোহাদ্দিস' এ ফার্স্টক্লাস উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়া দেশ–বিদেশে তাঁর অনেক সু–খ্যাতি রয়েছে। ইসলামের নামে ধোঁকাবাজদের বিরুদ্ধে তিনি একজন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। জামেয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি জড়িত এবং তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা।